গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০২.০০০০.০১৫.২০.০০৫.১৬-৬৮ তারিখঃ ২৫/০৭/২০১৬ খ্রিঃ।
সময় : ০৩:৩০ টা

বিষয়ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য ২৫ জুলাই ২০১৬ খ্রি: তারিখ প্রাপ্ত তথ্যে বিভিন্ন জেলায় অগ্নিকান্ড, অতি বৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সংগৃহীত জেলা প্রশাসন, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন, এনডিআরসিসি হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন নিম্নরুপ:

০১। সিরাজগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সিরাজগঞ্জ জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় যমুনা নদীর পানি ০.২০ মিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ১৩.৩৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ১৩.৫৫ মিটার)। যমুনা নদীর তীরের ৫টি উপজেলার চরাঞ্চলের নিম্নাঞ্চল এলাকা প্লাবিত হয়েছে। সদর, চৌহালী, বেলকুচি, শাহদাদপুর ও কাজিপুর উপজেলার ২৮ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ২,৮০০ টি পরিবার আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নদী ভাংগন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় পরিবারের মধ্যে তাৎক্ষণিভাবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত খাদ্যশস্য হিসেবে ৬৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,০০,০০০/- টাকা জি আর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য আরো ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ২,০০,০০০/- টাকা ও পরিবহন ব্যয় বাবদ ১,০০,০০০/- টাকার চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০২। জামালপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, জামালপুর জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে যমুনা নদীর পানি ০.৬৩ মিটার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ১৯.৫০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২০.১৩ মিটার)। বন্যার পানিতে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নোয়াপাড়া ইউনিয়নের রামভদ্রা বেড়ি বাঁধ ভেংগে ইসলামপুর উপজেলার ৭টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে নিমজ্জিত রয়েছে। এর ফলে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার ৭টি, দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার ২টিসহ মোট ৯টি ইউনিয়নের ৩,৫৫০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ৪০ টি ঘর-বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৫০০টি ঘর-বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬০০ টি প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামপুর উপজেলায় ৩৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ২২.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ১০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩। কুড়িগ্রাম : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, কুড়িগ্রাম জেলায় অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র ও দুধকুমার নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ১.৩৫ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (তিস্তা নদীর পানির বিপদ সীমা ৩০.০০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৮.৬৫ মিটার, ধরলা নদীর পানি ০.৯৫ মিটার

চলমান পাতা- ২

উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৬.৫০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৭.৪৫ মিটার), ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৬৯ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৪.০০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৪.৬৯ মিটার এবং দুধকুমার নদীর পানি বিপদ সীমার ১.০৪ সে: মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৭.৮৯ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৬.৮৫ মিটার)। পানি বৃদ্ধি পেয়ে ৯টি উপজেলার ৫৩টি ইউনিয়নের ১,১০,৪৭৬ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদী ভাংগনে ৫,৬৩০টি ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ এবং ৩৯,৯৪৩ টি ঘর-বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে জিআর চাল ১৯২.০০০ মে: টন, জিআর ক্যাশ ৮,৭৫,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে (শুকনা খাবারসহ)। বন্যায় দুর্গত লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য আরো ৫০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ১৫,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ এবং পরিবহন ও উদ্ধারের জন্য ৬,০০,০০০/- টাকার চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৪। গাইবান্ধা : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে ব্রহ্মপুত্র, ঘাঘত, করতোয়া ও তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ব্রহ্মপু নদীর পানি বিপদ সীমার ০.১৩ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ১৯.৮২ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ১৯.৯৫ মিটার), ঘাঘত নদীর পানি বিপদ সীমার ০.১৫ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২১.৭০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২১.৮৫ মিটার), করতোয়া নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৯৩ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২০.১৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ১৯.২২ মিটার) ও তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ০.৪১ মিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ২৫.১৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ২৪.৭৪ মিটার)। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ, সদর, সাঘাটা ও ফুলছড়ি ০৪টি উপজেলার ২৭টি ইউনিয়ন বন্যার পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সদর ৫,৫০০টি, সুন্দরগঞ্জ ৮,০৭২ টি, সাঘাটা ৭,৭০০ টি ও ফুলছড়ি ৫,২৮২টি পরিবারসহ সর্বমোট ২৬,৫৫৪ টি পরিবার পানি বন্দি রয়েছে। নদী গর্ভে ৬৫০ টি ঘর-বাড়ী বিলিন হয়ে যায়। পানি বন্দি পরিবারের মধ্যে ২০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরনের জন্য ৪০০.০০০ মে: টন জিআর চাল, ৪,০০,০০০/- জিআর ক্যাশ ও পরিবহন ব্যয় বাবদ ১,০০,০০০/- টাকার চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৫। লালমনিরহাট : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, লালমনিরহাট জেলার তিস্তা ও ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার ১২ সে: মিটার উপর দিয়ে এবং ধরলা নদীর পানির কুড়িগ্রাম পয়েন্টে ৯৫ সে: মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ৫টি উপজেলার ২১ টি ইউনিয়নের ২৮,৬৯৮টি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪টি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর মধ্যে আদিতমারী ৩,৩০০, সদর, ১১,৪০০ টি, কালিগঞ্জ ১,৯০০টি, পাটগ্রাম ৫০৮টি ও হাতিবান্ধা ১১,৫৯০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ছাড়া মোট ৭২০টি পরিবার নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৬,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য আরো ৩০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৮,০০,০০০/- টাকার জিআর ক্যাশ এবং ২,০০,০০০/- টাকা পরিবহন ব্যয়ের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৬। নিলফামারী : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ০.০২ মিটার বিপদ সীমা উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৫২.৪০ মিটার, প্রবাহমান পানি উচ্চতা ৫২.৪২ মিটার)।

চলমান পাতা-৩

নিলফামারী জেলার ২টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে ডিমলার ৬টি ইউনিয়নের ১৩টি গ্রামের ৩৮৮টি সম্পূর্ণ ঘর-বাড়ী ও আংশিক ৪,১৯৬টি ঘর-বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জলঢাকা উপজেলার ২টি উপজেলার ৩টি গ্রামের ১,০৫০টি ঘর-বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ দুটি উপজেলার পরিবারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫০০ টি শুকনা খাবারের প্যাকেট, জিআর চাল ১০৩.০০০ মে: টন ও ৪,৩০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য ৭৭৬ বান্ডিল ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ বাবদ ২৩,২৮,০০০/- টাকা ও ইঞ্জিন চালিত নৌকা ক্রয় বাবদ ৪,০০,০০০/- টাকা অথবা পরিবহন ও উদ্ধার কাজে ব্যয়ের জন্য ১,০০,০০০/- টাকার চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

০৭। ঢাকা : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ঢাকা জেলার ২১/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখে মিরপুর ২ নং রূপালী হাউজিং বাসার সামনে খোলা নর্দমায় পরে জোনাইদ হোসেইন সাব্বির (৪), পিতা- (অজ্ঞাত), মিরপুর, ঢাকা নিহত হয়। নিহত পরিবার-কে ২০,০০০/- টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। ২৩/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ রাত্র ৩.০০ ঘটিকার সময় কামরাঙ্গীরচরের রেডিমেন্ট গার্মেন্ট কারখানায় অগ্নিকান্ডে ০৬ (ছয়) জন আহত হয়। আহত ব্যক্তিরা হলেন : (১) মনির (২৩), পিতা- ফারেক কাজী, গ্রাম- গোসাইরহাট, জেলা- শরিয়তপুর, (২) নাজমুর সেখ (২২), পিতা- এমদাদুল সেখ, গ্রাম- নগরকান্দা, জেলা- ফরিদপুর, (৩) সুমন (২৬), পিতা- ফেলু ভুইয়া, উপজেলা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর, (৪) মো: সজিব (২০), পিতা- (অজ্ঞাত), উপজেলা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর, (৫) মো: শাকিল (২৮), পিতা- সফিউল্লাহ, উপজেলা- বেগমগঞ্জ, জেলা- নোয়াখালী, (৬) মো: আতিক (১৭), পিতা- মো: নুর ইসলাম, গ্রাম- সেককান্দি, উপজেলা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর। আহত ব্যক্তিদের-কে ৫,০০০/- টাকা করে সর্বমোট ৩০,০০০/- টাকা জেলা প্রশাসন, ঢাকার পক্ষ থেকে সহায়তা প্রদান করা হয় = নিহত ০১ জন ও আহত ০৬ জন।

০৮। সুনামগঞ্জ : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, সুনামগঞ্জ জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সুরমা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৮২ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৮.২৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৯.০৭ মিটার)। সুনামগঞ্জ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে ৮টি উপজেলার ৪৯ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ৪৯টি ইউনিয়নের ২০,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১১৬.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ২,৭০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে।

০৯। ফরিদপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.১৭ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৮.৬৫ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৮.৮২ মিটার)। ফরিদপুর জেলার ৯টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩৫.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৩,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ২০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৪,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১০। বগুড়া : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, বগুড়া জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.৬৫ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ১৬.৭০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ১৭.৩৫

চলমান পাতা-৪

মিটার)। বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ১৬ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১৬,৯৮০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ৩০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ২০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। রংপুর : জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায় যে, রংপুর জেলায় বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদ সীমার ০.১২ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (বিপদ সীমার পানির উচ্চতা ৫২.৪০ মিটার, প্রবাহমান পানির উচ্চতা ৫২.৫২ মিটার)। রংপুর জেলার ৮টি উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলার ৬ টি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১,৪১০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এর মধ্যে কাউনিয়া ১১টি, গংগাচরা ৫৬টি পীরগাছা ৪২টিসহ মোট ১০৯টি পরিবার সম্পূর্ণভাবে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে ১৩.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ১,২২,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণের জন্য ২০০.০০০ মে: টন জিআর চাল ও ৫,০০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ প্রদানের চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

অদ্য ২৫/০৭/২০১৬ খ্রি: তারিখ অন্য কোন জেলা হতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি পাওয়া যায়নি, তবে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইহা সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৭/২০১৬
(মো: ছালেহ্ উদ্দিন)
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জরুরী সাড়াদান কেন্দ্র
ফোনঃ ৯৮৯১৯২৬
Email: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র (এনডিআরসিসি)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/মীম/ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। সংরক্ষণ নথি।